মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের পাল্টা হামলার শঙ্কায় মধ্যপ্রাচ্য ঘিরে সতর্কতা

রয়টার্স বার্লিন

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের কনস্যুলেটে ইসরায়েলের হামলার পর সেখানে নতুন কনস্যুলেট ভবন চালু করেছে তেহরান। সেই ভবনে উড়ছে ইরানের পতাকা *ছবি: রয়টার্স*

By using this site, you agree to our Privacy Policy. OK

মধ্যপ্রাচ্যে বিরাজমান পরিস্থিতির কারণে ইরানের রাজধানী তেহরানে ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিতের সময় বাড়িয়েছে জার্মান বেসামরিক বিমান পরিবহন সংস্থা লুফথানসা। সিরিয়ায় ইরানের দূতাবাসে ইসরায়েলি হামলার পাল্টায় ইরান হামলা চালাতে পারে—এমন শঙ্কা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে লুফথানসা।

ইরানের একটি বার্তা সংস্থা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে জানায়, সামরিক মহড়ার জন্য তেহরানের আকাশসীমা বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পরে ওই বার্তা সরিয়ে সংস্থাটি বলেছে, এমন কোনো খবর তারা প্রকাশ করেনি।

ইরানের পাল্টা হামলার শঙ্কায় ১ এপ্রিল থেকে সতর্ক অবস্থায় রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো। ওই দিন সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইরানের দূতাবাস প্রাঙ্গণে ইসরায়েলের জঙ্গিবিমান থেকে বোমা ফেলা হয়।

লুফথানসা বৃহস্পতিবার বলেছে, ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তেহরানের সব ফ্লাইট স্থগিত করেছে তারা। এর মধ্য দিয়ে ফ্লাইট স্থগিতের সময় দুই দিন বাড়িয়েছে তারা। লুফথানসার একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, উড়োজাহাজের ক্রুদের যাতে তেহরানে রাতযাপনের জন্য অবতরণ করতে না হয়, সে জন্য গেল সপ্তাহান্ত থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে তেহরানে ফ্লাইট না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁরা।

পশ্চিমা বিমান সংস্থাগুলোর মধ্যে শুধু লুফথানসা ও এর সহযোগী বিমান পরিবহন সংস্থা অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনসই তেহরানে ফ্লাইট পরিচালনা করে। টার্কিশ এয়ারলাইনস ও মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বিমান পরিবহন সংস্থাগুলোই সাধারণত সেখানে যাত্রী পরিবহন করে।

লুফথানসার মালিকানাধীন অস্ট্রিয়ান এয়ারলাইনস সপ্তাহে ছয়বার ভিয়েনা থেকে তেহরানে যাত্রী পরিবহন করে। সংস্থাটি বলেছে, তারা এখনো বৃহস্পতিবার তেহরানে ফ্লাইট পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। তবে রাতে তেহরানে অবস্থান এড়ানোর চেষ্টা করছে।

তেহরানে ফ্লাইট পরিচালনা করা অন্যান্য বিমান পরিবহন সংস্থার বক্তব্য জানা যায়নি। এমিরেটস ও কাতার এয়ারওয়েজের উত্তর আমেরিকার ফ্লাইটের জন্যও ইরানের আকাশসীমা গুরুত্বপূর্ণ।

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, ইসরায়েলকে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া হবে। আর তা হবে তাদের হামলার জন্য, যে হামলায় ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) সাতজন সদস্য নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আইআরজিসির বিদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ইউনিট কুদস ফোর্সের একজন জ্যেষ্ঠ কমান্ডার রয়েছেন।

ইসরায়েল ছয় মাসের বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিনের গাজায় ইরান-সমর্থিত হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে হামলা চালিয়ে আসছে। দেশটি দামেস্কে ইরানের দূতাবাস প্রাঙ্গণে হামলায় জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেনি। তবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন বলেছে, ইসরায়েল ওই হামলা চালিয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন

By using this site, you agree to our Privacy Policy.

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান
স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৪ প্রথম আলো

By using this site, you agree to our Privacy Policy.